কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯ বছরে পদার্পণ করলো আজ

মো. লুৎফুর রহমান, কুমিল্লা প্রতিনিধি

প্রকাশ : ২৮ মে ২০২৪, ০৪:০২

-0:00

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) ১৮ বছর পূর্ণ করে ১৯ বছরে পদার্পণ করেছে আজ মঙ্গলবার। দেশের মধ্য-পূর্বাঞ্চলের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠটি কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার পশ্চিমে ইতিহাস ঐতিহ্যের লালমাই পাহাড়ের কোলে কোটবাড়ী এলাকায় অবস্থিত। উঁচু-নিচু টিলা আর লালমাটির ক্যাম্পাসে এখন সাত

সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর কোলাহলে মুখরিত। হাঁটি হাঁটি পা পা করে বিহার-মহাবিহারের পরিক্রমায় সময়ের সঙ্গে আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

কুবি সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালের ২৮ মে ৩০০ শিক্ষার্থী ও ১৫ জন শিক্ষক দিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে সাতটি বিভাগ থাকলেও বর্তমানে ১৯টি বিভাগে মোট শিক্ষার্থী রয়েছে ৭ হাজার ১৪১ জন এবং শিক্ষক রয়েছে ২৬৫ জন। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এখন ৩০৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পাঁচটি আবাসিক হল এবং শিক্ষকদের জন্য আছে দুইটি ডরমিটরি। শালবন বিহার ও ময়নামতি জাদুঘরসংলগ্ন পাহাড়ি ও সমতলভূমির ওপর ৫০ একর জায়গা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে ক্যাম্পাসের আয়তন ২৪৪ দশমিক ১৯ একর। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ১ হাজার ৬৫৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে লালমাটির পাহাড়ে চলছে অত্যাধুনিক ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ। সেখানে ৩৬টি বহুতল বিশিষ্ট ভবনের পাশাপাশি আধুনিক খেলার মাঠ, জিমনেসিয়াম ও মেডিক্যাল ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি অনুষদের অধীনে ১৯টি বিভাগে ব্যাচেলর অব অনার্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাস্টার্স ডিগ্রি চালু রয়েছে। এছাড়া এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম চালুর কার্যক্রম চলছে। নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি উইকেন্ড প্রোগ্রাম চালু রয়েছে ইংরেজি বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদে। পড়ালেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়িয়ে নিতে রয়েছে থিয়েটার কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিবর্তন, গ্রাফিতিভিত্তিক সংগঠন বৃত্ত, অনুপ্রাস কণ্ঠচর্চা কেন্দ্র, ব্যান্ড প্ল্যাটফরম, ডিবেটিং সোসাইটি, সায়েন্স ক্লাব, প্রকৃতিবিষয়ক সংগঠন অভয়ারণ্য, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফি সোসাইটি, স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা সংগঠন বন্ধু, উদীচী, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছায়া জাতি সংস্থা, বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের সংগঠন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাব ও বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি। এছাড়া দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। কুমিল্লায় দেশের প্রথম রোবটিক্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় কুবি শিক্ষার্থীদের হাত ধরে। এছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও নানা গবেষণার মাধ্যমে অবদান রেখে যাচ্ছে।

কুবি উপ-উপাচার্য ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ইত্তেফাককে বলেন, প্রাচীন পাল আমল থেকেই কুমিল্লা হলো শিক্ষা নগরী। শালবন বিহার (বর্তমান কলেজ সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠান) ছাড়াও এখানে রয়েছে ৫২টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা, যা ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে কুমিল্লার সমৃদ্ধ ইতিহাসকেই নির্দেশ করে। তারই আলোকে এখানে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অস্ট্রেলিয়ার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। তিনি ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি এখানে যোগদান করেন। উপাচার্য বলেন,

আমি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর থেকেই একটি উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার ভিশন হাতে নেই। শুরু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণার সংস্কৃতি তৈরি করতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের গবেষণামুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ যে জ্ঞান সৃষ্টি সেই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল আমার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। একাডেমিক পরিবেশ ও প্র্যাকটিস নিশ্চিত করে উন্নতমানের প্রকাশনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেজ তৈরি করার জন্য আমি সর্বদা বদ্ধপরিকর। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় আজ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় দেশে একটি লিডিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে।

ইত্তেফাক/এমএএম